দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

বিএম কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে প্রেসিডেন্ট

এখানে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হইব

বরিশাল অফিস ॥ প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

গতকাল রবিবার সকালে সরকারী বি,এম কলেজের তিনদিনব্যাপী শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন-কালে প্রেসিডেন্ট বলেন, এই কলেজে কোন সন্ত্রাস নাই, নাই হানাহানি। তিনি এই জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। (শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিএম কলেজ

(প্রথম পৃঃ পর)

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনী কুমার দত্তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রেসিডেন্ট আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা এইখানে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হইব।

প্রেসিডেন্ট বলেন, এই যুগ গণতন্ত্রের যুগ। তিনি গণতন্ত্রের ভিত্তি ও স্থিতি সুসংহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বরিশালের বরণ্যে ব্যক্তিত্ব শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, কবি জীবনানন্দ দাশ, কবি সুফিয়া কামাল, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, খান বাহাদুর হাসেম আলী খান, নির্ভীক সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুর রব সেরনিয়াবত, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, মেজর (অব) এম,এ, জলিল প্রমুখের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, এই বরিশাল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছে। আমরা আরও এইরূপ কৃতি পুরুষ তৈরী করিব। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের দারিদ্র্য আসলে বিত্তের নয়; চিত্তের এই দৈন্য ঘুচাইতে হইবে।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, সেচ প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহান সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সরোয়ার মোশাররফ হোসেন মঙ্গু, রওশন আরা হেনা, সেলিমা রহমান, রেডক্রস চেয়ারম্যান, ও এম,পি, শহিদুল হক জামাল, পৌর প্রশাসক আহসান হাবীব কামাল, ছাত্র সংসদ ভিপি ইমাম জাফর সিকদার উৎসব কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ আমিনুল হক, ও প্রাক্তন ছাত্র এ্যাডভোকেট বিডি হাবিবুল্লাহ বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠানে বেগম বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। দশ সহস্রাধিক নবীন ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সকাল ১১টা ২০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণার পর বেলুন উড়াইয়া দেন।

গত শনিবার রাতে আওয়ামী লীগ অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় গতকালের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কোন নেতা ও কর্মীকে দেখা যায় নাই। বিএম কলেজে শহীদ জিয়াউর রহমান বৃত্তি চালুর জন্য সংসদ সদস্য শহীদুল হক জামাল এক লক্ষ টাকার চেক গতকাল অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রেসিডেন্টের নিকট অর্পণ করেন।

অমৃত লাল কলেজ

প্রেসিডেন্ট অপরাহ্নে শহরের অমৃত লাল দে কলেজের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। প্রস্তর ফলকের আবরণ উন্মোচনের পর ক্যাম্পাসে এক সুধী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিজয় কৃষ্ণ দে, এ্যাডভোকেট হেমায়েত-উদ্দিন আহমেদ, গোলাম সালেক, এ্যাডভোকেট আবদুর রশীদ খান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান বক্তৃতা দেন। কলেজপ্রতিষ্ঠাতা অমৃত লাল দে কলেজের মনোগ্রাম প্রেসিডেন্টকে উপহার দেন। সন্ধ্যায় নবনির্বাচিত ইউ,পি চেয়ারম্যানরা টাউন হলে প্রেসিডেন্টকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন।